পাঠক ফোরাম

আমাদের দেশপ্রেম

প্রথম আলোর কোনো একদিনের সম্পাদকীয়তে আনিসুল হকের একটি লেখা পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। এমনিতেই আনিসুল হকের সব লেখাই ভালো লাগে। তবে এ লেখাটুকু ছিল আমাদের দেশ প্রেমের কথা নিয়ে। লেখাটা ছিল আমরা আমাদের দেশটাকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভালোবাসি। এরপরও কিছু মানুষ দেখতে পাই যারা দেশের উন্নতিতেও দোষ খোঁজে। যেমন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা দেখছিলাম একটি বাজারে বসে। একটি চা-স্টলে যা একজন রাজনৈতিক নেতার দোকান। জয়ের পর যখন আমাদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস তখন কাউকে বলতে শুনি যে, ভারতের এ দলটা নাকি শক্তিশালী ছিল না। আর হঠাৎ একদিন জয় করে এমন খুশি হওয়ার মানে হয় না! একথা শুনে আমার কতটুকু খারাপ লেগেছিল বোঝাতেপারবো না। তেমনি ১৯৯৯ সালে যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করি তখন অনেককে বলতে শুনেছি পাকিস্তান নাকি আমাদের সুযোগ দিয়েছে। আমরা নিজেই আমাদের কৃতিত্বকে যখন স্বীকার করি না তখন আমাদের অবস্থাটা যে কেমন হবে জানি না। আনিসুল হক তার সম্পাদকীয়তে বলেছিলেন যে, তিনি যখন বন্ধুসভার সদস্যদের বলেছিলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের খেলা হলে তারা কাকে সমর্থন দেয় তখন সবাই বলেছিল বাংলাদেশকে। আমরাও দেই, এ দেশের সবাই দেয়; তবুও অনেকে দিলেমন থেকে দেয় না। যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তান টেস্টে হেরে যাচ্ছিল তখন অনেককে বলতে শুনলাম যে বাংলাদেশ টেস্টে জয় পাক আমরা চাই তবে সেটা প্রথমে যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না হয়। তাতে নাকি পাকিস্তান ছোট হয়ে যাবে। এই হলো আমাদের দেশপ্রেম! আরও কত উদাহরণ আছে সব লেখা সম্ভব হলে বলতাম। তবে দেশ পরিচালনায় যখন আমরা দেশদ্রোহীদেরও নির্বাচিত করি তখন আমাদের মতো জাতির এ রকমই হওয়ার কথা!

জাহিদ, কাঠালতলী, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

রাজনীতির অপনীতি

সাবাস সাপ্তাহিক ২০০০। আবারো প্রমাণ করলো পাঠকদের সঙ্গে তার একাত্মতা। যে কথাগুলো আমাদের মনের ভেতর তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধে ফুঁসছিল, গোলাম মোর্তোজার ক্ষুরধার লেখনীতে অবলীলায় তা বেরিয়ে এলো। গোলাম মোর্তোজার তির্যক প্রতিবেদন 'সুধা সদনে সাকাচৌ' ভ্রষ্ট নীতিহীন রাজনীতিকদের ভন্ডামি আর চাতুর্যের সঠিক চালচিত্র। ধন্যবাদ গোলাম মোর্তোজা সাহেব, নষ্ট রাজনীতির নগ্নরূপ তুলে ধরার জন্য। সেই সঙ্গে অভিনন্দন সাপ্তাহিক ২০০০কেও। কারণ সত্য কথা বলার সৎ সাহস একমাত্র সাপ্তাহিক ২০০০-এরই আছে। সাপ্তাহিক ২০০০ তার বলিষ্ঠ উচ্চারণে রাজনীতির কপটতা আর বাকস্বর্বস্ব আদর্শহীন নেতা-নেত্রীর ভন্ডামির উদাহরণগুলো দেখিয়ে দিতে পিছপা হয় না। সাপ্তাহিক ২০০০-এর জনপ্রিয়তার আকাশচুম্বী অবস্থান এই কারণেই।

শবনম
গেন্ডারিয়া, ঢাকা

আসুন আমরা ওভারব্রিজ ব্যবহার করি

বর্তমানে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৩ কোটি ছাড়িয়ে। এর মধ্যে ঢাকা শহরে বসবাস প্রায় ১ কোটি। ঢাকা শহরে লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে নানা প্রকার হালকা ও ভারী যানবাহন, বেড়েছে রাস্তা ঘাট। মানুষের জীবনহানি এড়াতে ও জনস্বার্থে সরকার সবদিক বিবেচনা করে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলোতে ওভারব্রিজ নির্মাণ করেছেন মানুষের জীবনের ঝুঁকি এড়িয়ে চলার জন্য। কিন্তু আমরা এখনো ওভারব্রিজ নিয়মিত ব্যবহার করছি না, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই আমরা রাস্তার এপার-ওপার হচ্ছি। বেশির ভাগ পথচারী সময় বাঁচানোর জন্য ওভারব্রিজ ব্যবহার থেকে বিরত রয়েছেন। কিছু কিছু জনসাধারণ তাদের ভাষায় সময়ের মূল্য দিই, তাই সংক্ষিপ্ত চলাফেরা করি। ভাই ও বোনেরা, সময়ের মূল্য দিতে গিয়ে নিজের জীবনটাকে দিয়ে দেবেন না। ঢাকা শহরে যেসব ওভারব্রিজ রয়েছে সেটা আবার বিপদের কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন- ১. পকেটমারদের জন্য বিশেষ একটি স্থান, ২. হকারদের জমজমাট ব্যবসা, ৩. শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের এলোমেলো ভিক্ষা গ্রহণ। ওভারব্রিজের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সঙ্গে বাংলার মানুষকে বাধ্য করা হোক ওভারব্রীজ ব্যবহারের জন্য, আর নয় আতঙ্কিত মৃত্যু। সেই সঙ্গে টিভি চ্যানেলগুলোতে ওভারব্রিজ ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হোক।

শামীম আহমেদ
মিরপুর-১৪

আমলার রকমফের

সুযোগ পেলেই প্রায় সকলেই বলেন আমলারা জনগণের সেবক। কথাটা আদৌ সত্য নয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সম্প্রতি পারিবারিক একটি প্রয়োজনে নিজ জেলা সদরে গিয়ে 'আমলা' দর্শনের সুযোগ পেলাম। অবশ্য সব 'আমলা'ই এক নয় তার প্রমাণও আছে। আমাদের কাজটি ছিল একটি হলফনামার যা যে কোনো একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হলে সময় লাগে সর্বোচ্চ ২ মিনিট। আমরা ৩ ভাই সকল কাগজপত্রসহ আমাদের আইনজীবীর সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম শুনানি চলছে। শুনানি শেষ হওয়া মাত্র আমাদের কাগজ উপস্থাপন করা হলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উঠে পড়লেন অন্যত্র কাজ আছে বলে, অথচ মাত্র ২ মিনিট সময় দিলেই আমাদের কাজটি হয়ে যেত। আমাদের ছোট ভাইটি ঢাকায় থাকে। আমি অন্য জেলায় থাকার কারণে সেদিন আমাদের কাজটি শেষ না হলে সহসা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অনেক বিপদে পড়তে হতো।
অতঃপর এক সুহৃদের সহযোগিতায় নড়াইলের এনডিসির চেম্বারে গিয়ে সব খুলে বললে তিনি তার চেম্বারে বসেই আগের কাজটি করে দিলেন। একদিনে আমার সৌভাগ্য হলো দু'ধরনের দু'জন আমলা দর্শনের। এ পত্রের মাধ্যমে নড়াইলের এনডিসি ম্যাজিস্ট্রেট বশিরুল্লাস। সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ তার সহযোগিতার জন্য।

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া নড়াইল

শিক্ষা এখন টাকাওয়ালাদের জন্য

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে বিরাজ করছে চরম বৈষম্য। বিশেষ করে ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে

কোথায় চলেছি আমরা

যড়যন্ত্রকারী যড়যন্ত্র করে তার নিজের জন্য। এতে জনতার পাওয়ার কিছু থাকে না। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই জামায়াত যড়যন্ত্রকারী। যড়যন্ত্র হলেই তার লাভ। পরভোজী, পরজীবী দানব জামায়াত ঘাড়ে সওয়ারি হয়ে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধরত। সম্মুখের শত্রু কে বধ করতে পারলে এবং ঘাড় থেকে নেমে সেই বহনকারীকে আঘাত করবে। বঙ্গবন্ধুর সময় তার দল থেকেই যড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরেই যড়যন্ত্র হয়। যড়যন্ত্রের ফলেই জিয়াউর রহমানের সময় জামায়াত দল আর সামরিক শাসক এরশাদের সময় জামায়াত আমির গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়ার কথা হয়। যড়যন্ত্র করতে পারলে এবং গণতান্ত্রিক ধারাবাকিতা ভাঙতে পারলে আমলাদের লাভ, তাদের আর জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহিতা করতে হয় না। শুধু একজনের আজ্ঞাবাহক হলেই চলে। কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদরা কি বুঝেও বুঝেন না যে, রাজনীতিবিদদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিতে পারলেই আমলাদের, জামায়াতের বা তৃতীয় শক্তির লাভ। যারা আজ রাস্তায় দেখে নিতে চায়, মোকাবেলা করতে চায় সেই সব অতি উৎসাহী তরুণরাই কি আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে না? বঙ্গবন্ধুর সময় বড় উৎসাহী ছিল তারা, দল বদলে এখনও তারাই সেই জায়গায়। দানব তো ঘাড়েই আছে, সামনেরটা মরলে বাহককে খেয়ে ফেলবে। আর সেটা তো আন্তর্জাতিক পরাক্রমশালী ও নব্য মিত্রদের ও লাভ, বানরে পিঠা ভাগ করবে। বাংলা নামক ভূখন্ডের প্রতি তো আবার সবার লোভ সেই দীর্ঘ ইতিহাসই তার সাক্ষী। দেশের মঙ্গলে ক্ষমতাসীনদের দায়িত্ব বেশি। ২১ আগস্ট বোমা হামলার কারণ খতিয়ে দেখুন। এতেই বোঝা যাবে দেশ কোথায় যাচ্ছে।

সৈয়দ হায়দার আলী, 32-48 30th street, Apt#A2, Astoria ny-11106. USA

এমপিওভুক্ত নামী-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা টাকার গাছ হিসেবে ব্যবহার করছেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড একটি স্লোগান। এ কথাটি কি শুধু বিত্তবানদের জন্য, না গরিবদের জন্যও ? যদি তা না হয় তা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থ আদায়ের যে মহড়া চলছে তাতো কেউ দেখছে না। অর্থের প্রাধান্যের কারণে নিম্ন ও মধ্য বিত্ত পরিবারগুলো ছিটকে পড়ে। তাদের সন্তানরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না। কোনো কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোটি টাকার মালিক। ঢাকা শহরের মতো জায়গায় ৪-৫টা বাড়ি, গাড়ি। এসব বিদ্যালয়ে অবিভাবক লক্ষাধিক টাকা খরচ করে নির্বাচিত হন। কিসের জন্য কি উদ্দেশ্যে? আমার জানা নেই। এসব বিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন চার্জ নেওয়া হয়। সর্বনিম্ন ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা নেওয়া হয় কোথাও কোথাও আরও বেশি। তারপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ডোনেশন নেওয়া হয়। সেশন ফি ১ হাজার থেকে ২০০০ হাজার টাকা, তারপর অতিরিক্ত বেতন, পার্বিক ও মূল্যায়ন পরীক্ষার ফি, এসএসসি পরীক্ষার ফরমফিলাপ, বিভিন্ন অজুহাতে চাঁদা, এসব ক্ষেত্রে প্রচুর টাকা নেয়া হয়। তারপর এসব বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে না পড়িয়ে নিজেদের পরিচালিত কোচিংয়ের ওপর উচ্চমূল্যের বিনিময়ে নির্ভর করাসহ প্রচুর অনিয়ম রয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেখছে না বা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তাই আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব উল্লিখিত বিষয়গুলো তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এই অনিয়মের বিরুদ্ধে নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করুন। যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ রকম বৈষম্য না থাকে এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার সমান সুযোগ পেয়ে জাতীয় মেরুদন্ডকে শক্ত দন্ডে পরিণত করতে পারে। নতুবা স্লোগান স্লোগানেরই সার হবে।

মোঃ আলাউদ্দিন আবু
মিরপুর ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

বিপিন পার্কের প্রবেশপথে ডাস্টবিন

ময়মনসিংহ পৌরসভায় যে দুটি পার্ক আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো জুবলিঘাট রোড়ের বিপিন পার্ক। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সবুজ গাছপালায় ছাওয়া এই পার্কটির প্রবেশপথেই রয়েছে একটি ডাস্টবিন। ডাস্টবিনের ময়লা-আবর্জনা চারপাশে ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে বলে প্রায় সময়ই সেখানে দেখা যায় কুকুর, বিড়াল আর কাকের জটলা। তাছাড়া ডাস্টবিনের ময়লা-আবর্জনার দুর্গন্ধে পার্কসহ চারপাশের পরিবেশ থাকে দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর। এমনিতেই ভাঙাচোরা রাস্তা, ধুলা ও ময়লা- আবর্জনায় পূর্ণ ময়মনসিংহ শহরবাসীর বিনোদনের কোনো জায়গা নেই বললেই চলে। তাই বিপিন পার্কের সামনে থেকে ডাস্টবিনটি অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তর করে পার্কটির পরিবেশ আরও সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করার জন্য পৌরসভার সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিল্পী, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ

ডাস্টবিন সংবাদ

নগরীর খিলগাঁও বাজারের সম্মুখে সিটি কর্পোরেশন যে বিশাল আকারের ডাস্টবিন বসিয়েছে, তার অধিকাংশ আবর্জনা প্রধান সড়কের অর্ধেক দখল করে নিয়েছে। ফলে যানজট প্রকট আকারে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া একই প্রধান সড়কে শাহজাহানপুর আমতলা মসজিদের একটু সামনে সড়কের ওপর একই করুণ দশায় দাঁড়ানো সিটি কর্পোরেশনের আরেকটি ডাস্টবিন। ফলে মসজিদের কোনো থেকে খিলগাঁও রেলগেট পর্যন্ত রাস্তার এপাশ ওপাশে এমনি করুণ দশায় দাঁড়ানো দুটি ডাস্টবিনের কারণেই যানজট। পথচারী এখানকার বাসিন্দাসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি কতোটা দুর্গন্ধ ও যন্ত্রণায় বাস করছেন তা চোখে না দেখলে এবং নাকে গন্ধ না পেলে সিটি মেয়র মহোদয় অনুভব করতে পারবেন না। শাহজাহানপুর কবরস্থানের একটু সামনেই দাঁড়ানো সিটি কর্পোরেশনের আরেকটি ডাস্টবিন রয়েছে। যার অবস্থান আরো ভয়াবহ। ভাবতে অবাক লাগে, একটি প্রধান ব্যস্ত সড়কের ওপর সিটি কর্পোরেশনের তিনটি বিশাল ডাস্টবিন। মালিবাগ মোড়ের একটু আগে রাজারবাগ পুলিশ লাইন স্কুলের উল্টো পাশে এবং মোমেনবাগ ও রাজারবাগের মাঝামাঝি দু'দুটি বিশাল ডাস্টবিন বেহাল অবস্থা দাঁড়ানো। ফলে স্কুলের কোমলমতি শিশু- কিশোর এবং এখানকার ব্যবসায়ী মহল নোংরা দুর্গন্ধের মাঝে নানা ব্যাধির ঝুঁকি নিয়ে তাদের কাজকর্ম করছে। ইদানীং আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, নগরীর বিভিন্ন অলিগলি ও প্রধান সড়কগুলোতে দিনের বেলায় আবর্জনা নাড়াচাড়া করে ছড়ানো হচ্ছে। ফলে যে দুর্গন্ধ ছড়ায় তা থেকে শিশুদের পাশাপাশি বৃদ্ধসহ সুস্থ মানুষেরও দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং সিটি মেয়র মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ, নগরবাসীকে নোংরা আর্বজনা দুর্গন্ধ থেকে মুক্তির জন্য এগুলো রাতের আঁধারে সরানোর ব্যবস্থা নিন, এবং নির্দিষ্ট খোলামেলা স্থানে পরিকল্পিতভাবে ডাস্টবিনগুলো স্থাপনের নির্দেশ দিন।

রহমান শেখ, ঢাকা

'মরহুম' অর্থ ভালো লোক

গল্পটি আমাদের ঢাকা শহরের। পাড়ার কোনো এক ক্লাবের বিশেষ দিনে প্রধান অতিথি করে নিয়ে আসা হয়েছে এক অশিক্ষিত উঠতি ধনী ব্যক্তিকে। সভায় এক বক্তা বিগত দিনের এক মৃত ব্যক্তির সু-কর্মকে সম্মান জানাতে গিয়ে বলেন, মরহুম জসীম উদ্দিন আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। মরহুম একজন দেশদরদী, নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন। মরহুম... ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তার কথা শুনে প্রধান অতিথি তার পাশে নিজস্ব একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, মরহুম অর্থ কি? সহযোগী তারই মতো একজন পন্ডিত। তিনি উত্তর দিলেন, মরহুম অর্থ ভালো লোক। প্রধান অতিথি বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আপনারা সকলেই মরহুম, আমিও একজন মরহুম। মরহুম ব্যতীত কোনো ভালো কাজ করা সম্ভব নয়। মরহুম... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এখানে সরকারি বা বেসরকারি কোনো শিক্ষামূলক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যখন করা হয়, তখন যে বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা উপকৃত হবেন তাদের বাদ দিয়ে, টাকা রোজ গাড় ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কোনো উটকো ব্যক্তিকে প্রধান করে। এবং একই ধরনের কিছু লোককে অতিথি হিসেবে বসিয়ে দেয়া হয়। ফলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। যাদের যেখানে প্রয়োজন সমাজের তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, তাদেরকে আমরা সেখানে দেখতে চাই, অন্য কাউকে নয়। এ বোধটি সবার মাঝে যত শিগগির উদয় হবে ততোই মঙ্গল।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার, লালবাগ, ঢাকা-১২১১

ঘুষখোরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না

সরকারের কাছে বলে লাভ নেই। সরিষাতেই ভূত। গড়ে তুলতে হবে সামাজিক প্রতিরোধ। ঘুষখোরের সঙ্গে বিয়ে বসবো না। ঘুষখোর দেশ ও জাতির শত্রু, ঘুষখোরকে সামাজিভাবে ঘৃণা করুন, ঘুষখোরকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন, ঘুষখোরের মুখে থুথু দিন। দুর্নীতিবাজরা দেশ ও জাতির শত্রু ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ সম্পর্কে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে জানান, ঘুষখোরকে ধরিয়ে দিন, ঘুষখোরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান , এদেরকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিন। জুম্মার খুতবায় ঘুষখোরের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করুন, ঘুষখোরের বিরুদ্ধে মিডিয়াকে সজাগ করুন, টিভি ও ফিল্মে 'ঘুষখোর' নামে ছবি করুন, সৎ রাজনীতিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এদের সম্পর্কে মতামত নিন, ঘুষখোরকে চিহ্নিত করুন ও থানায়, জেলায় এবং কেন্দ্রে ঘুষবিরোধী কমিটি গঠন করুন।

এস এস মিজানুর রহমান, জাপান

শপিং ও মার্কেটিং

আমি আর মামা, আমরা দু'জন দু'জনার। বয়স, শিক্ষা, পেশা, নেশা সব এক। ব্যতিক্রম- মামার পছন্দের বিষয় অর্থনীতি, আমার প্রকৃতি। গত মে মাসে আমরা দু'জন মোবাইলের লাইন কিনতে জেলা শহরে গেলাম। দু'জন দু ফোন লাইন নিলাম। আসার পথে মামা বলল, তুমি ভুল করলে। আমি বললাম, কি রকম? মামা বললেন তুমি যখন নিজের ভোগ বা ব্যবহারের জন্য কেনাকাটা কর সেটার নাম শপিং আর বিক্রয় করার জন্য যখন ক্রয় কর সেটার নাম মার্কেটিং। আমরা ভোগ্যপণ্য ক্রয় করি মুদির দোকান বা শপিং মল থেকে আর মার্কেটিং করি আড়ত থেকে তুমি যে ফোন লাইন নিয়েছ। সেটা আড়ত দোকানের মতো, কাজেই (ছোট গ্রাহককে) প্রি-পেইড ক্রেতাদের খুব বেশি সুযোগ-সুবিধা দেবে বলে মনে হয় না। কিছুদিন পরই মামার কথা সত্যি হলো, ২১ দিনে আমার খরচ হয় ২০০ টাকার মতো। হিসাবে টাকা থাকে কিন্তু আমার মোবাইল বন্ধ থাকে ৯ দিন। মামার মোবাইল চালু থাকে ত্রিশ দিন। এটাকে ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এটা কি ধরনের মার্কেটিং!

শংকর প্রসাদ রায়, সিরাজ মিয়ার কলোনি, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ